প্রথম আলো

তারিখ 27 APR 2015 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ .....

নরসিংদীতে বিদ্যালয়ে কোচিং বাধ্যতামূলক!

নরসিংদী প্রতিনিধি ●

নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে দুই শ্রেণিতে বিশেষ পাঠদানের নামে কোচিং বাধ্যতামূলক করে টাকা আদায় করা হচ্ছে। কেউ কোচিং করতে না চাইলে তাকেও কোচিং ফি দিতে হবে বলে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় উপবৃত্তির টাকা কেটে নেওয়াসহ বিভিন্নভাবে টাকা আদায় করা হবে বলে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকেরা।

এ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে ২১৬ ও দশম শ্রেণিতে ১৮৫ জন শিক্ষার্থী আছে। তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে মাসিক কোচিং ফি বাবদ ৩৫০ টাকা হারে আদায় করা হচ্ছে। এ ছাড়া ১৭ এপ্রিল থেকে মডেল টেস্টের নামে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৩০০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১৮০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে।

অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত মার্চ থেকে বিদ্যালয়ের অষ্টম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিশেষ পাঠদানে বাধ্য করা হয়েছে, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোচিং-বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২'-এর পরিপন্থী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ও পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তে এটি চালু করা হয়েছে।

অষ্টম ও দশম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থী বলে, কোচিং না করলেও টাকা দিতে হয়। তা না হলে উপবৃত্তির টাকা দেওয়া হবে না বলে স্যাররা জানিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া জেএসসি কিংবা এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপ, প্রবেশপত্র দেওয়ার সময় কোচিংয়ের টাকা আদায় করা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

> কেউ কোচিং করতে না চাইলে তাকেও কোচিং ফি দিতে হবে বলে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় উপবৃত্তির টাকা কেটে নেওয়াসহ বিভিন্নভাবে টাকা আদায় করা হবে বলে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক অভিভাবক বলেন, প্রধান শিক্ষক তাঁর কক্ষে কোনো অভিভাবককে ঢুকতেই দেন না। কথা বলারও কোনো সুযোগ দেন না।।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ বলেন, কোচিং সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু যারা গরিব তাঁদের ক্ষেত্রে কোচিং ফি কম নেওয়া হবে। তবে টাকার জন্য কাউকে চাপ দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সৈয়দ উদ্দিন বলেন, অভিযোগের তদন্ত করা হবে। সত্যতা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।